দৈনিক দিনকাল
THE DAILY DINKAL
দেশ ও জনগণের কথা বলে
ZwiL :26.02.2013

ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই

একান্ত সাক্ষাৎকারে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মান্নান

বাবুল খন্দকার

ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজনীতির কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। গত রবিবার দিনকালের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে যদি কোনো প্রকার তথ্য অথবা ব্যাংকটি কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে ব্যাপারে কারো জানার আগ্রহ থাকে তবে তাদের সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।

উল্লেখ্য, মুসলিম এবং অমুসলিম দেশসমূহের মধ্যে প্রায় ৭০টি দেশে ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। অমুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যাংকের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে বর্তমানে ২২টি ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু আছে। কেবল সরকারি জনতা ব্যাংক ছাড়া সব ব্যাংকের ইসলামী শাখা রয়েছে। আরো ১০টি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এর মধ্যে ৪টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে। সাক্ষাৎকারটি নিম্নে দেয়া হলো :

আবদুল মান্নান

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততার কথা উঠেছে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : ইসলামী ব্যাংকের কোনো দলের সঙ্গে সরাসরি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংকের দেশের মধ্যে যে ১৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে তাদের খোঁজ নিয়ে দেখুন তারা নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নয়। এসব শেয়ারহোল্ডাররা বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত, বিভিন্ন ব্যবসা বিভিন্ন পেশার সঙ্গে জড়িত। এই ব্যাংক রাজনৈতিক কোনো দল বা মতের সঙ্গে জড়িত নয়।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংক জামায়াত-শিবিরকেঅর্থ দিচ্ছে এই অভিযোগের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : আপনারা একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন ইসলামী ব্যাংকের প্রথম শেয়ারহোল্ডার একজন হিন্দু। এই ব্যাংক কোনো প্রকার জাতি, রাজনীতি, ধর্ম, গোত্রের ওপর বিশেষ কোনো দুর্বলতা নেই। এই ব্যাংক থেকে কোনো রাজনৈতিক দলকে আর্থিক কোনো প্রকার সুবিধা দেয়া সম্ভব নয়। এমনকি ব্যাংকের কারো পক্ষেও সম্ভব

> পৃ ২ ক ৩ >

ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই

প্রথম পাতার পর

নয়। ব্যাংকের নিয়মনীতির বাইরে এক টাকা খরচ করার মতো কোনো ক্ষমতা কারো নেই। ফলে জামায়াত-শিবিরকে অর্থ দেয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংকের শাখাগুলোতে যে হামলা হচ্ছে এ বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন?

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : ইসলামী ব্যাংকের শাখাসমূহে যে হামলা হয়েছে এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। যারা হামলা করেছে তারা কেবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে হামলা করেছে। যেহেতু এই ব্যাংকের নামের সঙ্গে ইসলামী কথাটি রয়েছে তাই তারা না বুঝে হামলা করছে। তারা যদি ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ভেতর থেকে দেখে তবে আমার বিশ্বাস, তাদের ধারণা পাল্টে যাবে। তখন তারা নিজেরাই এই ব্যাংকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন : এই হামলা আপনাদের ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলবে?

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : আমি আগেই বলেছি এই হামলাগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। যেসব শাখায় হামলা হয়েছে তার একদিন পর আমরা তার কার্যক্রম শুরু করতে পেরেছি। এমকি ওইসব ব্যাংকের শাখায় সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমানে এই ব্যাংকে ৭৩ লাখ গ্রাহক রয়েছে যা বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে মোট গ্রাহকের ১২%। আমাদের সেবায় তারা সন্তুষ্ট তাই তারা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আমার বিশ্বাস, সকল অবস্থায় তারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। শুধু ইসলামী ব্যাংক নয় অন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর হামলা হচ্ছে। এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের সংগঠনসমূহ। তবে এসব হামলার ফলে আন্তর্জাতিক প্রভাব পড়বে দেশের অর্থনীতির ওপর।

প্রশ্ন : আপনাদের প্রতিষ্ঠান-সমূহের নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন?

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : দেশের নাগরিকের জানমালসহ সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা দেয়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব। আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি ধনব্যাদ জানাই। যেখানে হামলা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাদের সহযোগিতা পেয়েছি। আমরা চাই কেবল আমাদের নয় দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে সরকার।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকে অন্য ধর্মাবলম্বীরা কি ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহক হতে পারবে?

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : আমি আগেই বলেছি এই ব্যাংক ব্যবস্থা কোনো ধর্ম, গোত্র, জাত, দলের ওপর নির্ভর করে নয়। এই ব্যাংকে সকল প্রকার গ্রাহক অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। তবে যেহেতু এটা ইসলামী ব্যাংক। তাই ইসলামী নিয়ম-কানুন অনুয়ায়ী পরিচালিত হয়। সেই নিয়ম অনুসারে যে কোনো ব্যক্তি এই ব্যাংকের গ্রাহক হতে পারবে। তবে অবশ্যই ব্যাংকের যে নিয়ম আছে তার অধীনে হবে।

প্রশ্ন : এই ব্যাংকে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিশেষ কোনো দলের লোককে সুবিধা দেয়া হয় কি?

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : এই ব্যাংকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার অস্বচ্ছতা নেই। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হবে। যে যোগ্য সেই কেবল নিয়োগ পাবে। আপনারা দেখেন এই প্রতিষ্ঠানে যারা এমডি ছিলেন তাদের সম্পর্কে খোঁজ নিন তারা কে কি করতেন। তবে যেহেতু এটা ইসলামী ব্যাংক তাই যে ব্যক্তি এই ব্যাংকে কাজ করতে চাইবে তাকে অবশ্যউ ইসলামী শিক্ষার ধারণা থাকতে হবে। যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটি এখন একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে তাই আমরা অন্য ধর্মের লোকদের নিয়োগ দিচ্ছি। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে ৫০০ মতো মহিলা কর্মকর্তা রয়েছেন।

প্রশ্ন : আপনাদের মালিকানায় ৭০% বিদেশীদের অংশ রয়েছে। তাহলে কি মুনাফর ৭০% বিদেশে চলে যায়?

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : যখন বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। তখন এর জামানতের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল তা এককভাবে যোগান দেয়া সম্ভব হয়নি। সে কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১৪টি প্রতিষ্ঠান এর ৭০% শেয়ার নেয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫%, ইসলামী ব্যাংক ১০% এবং দেশের উদ্যোক্তাদের মাঝ থেকে ১৫% শেয়ার নেয়া হয়।

তাছাড়া বর্তমানে বৈদেশিক বিনিয়োগকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই ব্যাংকে কোনো প্রকার অনিয়ম হয়নি। আপনারা হিসাব করে দেখবেন এই ব্যাংক থেকে যে পরিমাণ মুনাফা হয় তার তিন ভাগ দেশের মধ্যে থেকে যায়। যারা বিনিয়োগ করবে তারা নিয়ম অনুসারে এর মুনাফার অংশ পাবে।